R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD– 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টিল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
( মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত )
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
২২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৮ই কার্তিক, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
২৫শে অক্টোবর, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

## বন্যার পর গুজিরপুরে বাঁধ তৈরীতে প্রশাসনিক তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিবেদক : সাম্প্রতিক বন্যায় রঘুনাথগঞ্জ শহরে জল ঢোকার জন্য পুরবাসীরা মূলতঃ গুজিরপুর বাঁধ উপচে জল বয়ে যাওয়া ও খড়খড়ির মূল স্রোতকে বিভিন্নভাবে আটকানোকে দায়ী করে। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ আইনের ফাঁক ফোকর দিয়ে অথবা পুরসভা ও প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বা সমঝোতা করে সর্বনাশ করেছে শহরের, যা আগামী দিনে আরও ভয়ংকর রূপ নিতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। সেই সঙ্গে খড়খড়ির নাব্যতা শূন্যে ঠেকায় ও কচুরীপানাতে ভরে যাওয়ায় আজ নদী সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, বন্যার পূর্বেই গুজিরপুর বাঁধে স্লুইস গেট দিয়ে স্থায়ী বাঁধ দেবার প্রয়োজনে জেলা পরিষদ ১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা অনুমোদন করেছে। সেটা দিয়ে রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতি যাতে শীঘ্র কাজে নামে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছি। আর খড়খড়ি নদীতে একাধিক জায়গায় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যে সব অবরোধ আছে সেগুলো পরিষ্কার করতে বড় প্ল্যানের প্রয়োজন। সেখানে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে (শেষ পৃষ্ঠায়)

## গঙ্গা তীরবর্তী গ্রামগুলো ব্যাপক ভাঙনের কবলে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাম্প্রতিক বন্যায় জল নামার পর জঙ্গিপুর মহকুমার গঙ্গা তীরবর্তী গ্রামগুলোতে ব্যাপকভাবে ভাঙন দেখা দিয়েছে। আমাদের অরঙ্গাবাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন—সুতী থানার সৈয়দপুর গ্রাম থেকে ভাঙন শুরু হয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার লবণচোয়া এবং দক্ষিণে তীর বরাবর চাঁদপুর, খেজুরতলা এলাকায় গঙ্গার ভাঙনে বহু বাড়ীঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। গত দু বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্মিত বর্ডার এলাকা রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ পিচ রাস্তা (ইন্সপেক্সন রোড) এবং জঙ্গিপুর ব্যারেজের লক গেটও গঙ্গা ভাঙনে তলিয়ে যাবে বলে ঐ এলাকার মানুষ আশংকা করছেন। রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের বিডিও ভাঙন কবলিত গ্রামগুলো সরজমিনে তদন্ত করে গিয়েছেন বলে লবণচোয়া গ্রামের অর্দ্ধেন্দু সরকার জানান।

## বন্যায় ভেসে গেল সবুজ দ্বীপের সেতুসহ কয়েকটি স্নানের ঘাট

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যায় ভেসে গেছে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটের সুভাষ দ্বীপে যাওয়ার একমাত্র ঝুলন্ত সেতুটি। জলের তোড়ে সেতু স্তম্ভের মাটি সরে গিয়ে সেতুটি জলে মুখ থুবড়ে পড়ে। ফলে বর্তমানে চরে যাবার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পুরপতি জানান, সামনেই বনভোজনের মরশুম। তাই গার্ডওয়াল দিয়ে সেতুটিকে আরও মজবুত করে সত্বর বসানোর কাজে হাত দেওয়া হবে। ঝুলন্ত সেতুটি নির্মাণে পুরসভা সে সময় খরচ দেখিয়েছিল পাঁচ লক্ষ দশ হাজার টাকা। গঙ্গায় নির্মিত অনেকগুলো স্নানের ঘাটও বন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ও সবুজ দ্বীপের বিভিন্ন পার গঙ্গার ভাঙনে ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হচ্ছে বলে জানা যায়।

## মাল্লাপাড়া-মহম্মদপুর প্রাইমারী স্কুলের দৈন্যদশা আর কতদিন ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ১২নং ওয়ার্ডের ৩১নং মাল্লাপাড়া-মহম্মদপুর প্রাইমারী স্কুল পথচারীদের অবাক করে। জঙ্গিপুর-লালগোলা রাস্তার জামতলার বামপার্শ্বে স্কুলটি অবস্থিত। ১৯৮১ সালে পুর কর্তৃপক্ষ শচীন সাহার বাড়ী ভাড়া নিয়ে স্কুলটি চালু করে। পরবর্তীতে বাড়ীটি বিক্রী হয়ে গেলে স্কুলটি শচীন সাহার বাগানে উঠে আসে। সেখানে ২৪×১২ ফুটের একটি মেঝেহীন টালের ঘরে ছাত্র সংকুলান না হওয়ায় গাছতলায় পড়াশোনা চলে। ঝড় বৃষ্টি হলে স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮৫ থেকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

## মধুচক্রের নায়ক নায়িকাসহ হোটেল মালিক গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফুলতলা এলাকার ডিলাক্স হোটেলের মধুচক্র থেকে গত ২৯ অক্টোবর পুলিশ এক বিবাহিতা মহিলা ও এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। মহিলার বাড়ী বহরমপুর চুনাখালি নিমতলা। নাম শিখা সরকার। নায়ক রাজু দাস জঙ্গিপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকার বাসিন্দা। হোটেল মালিকদের একজন বেলাল সেখকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানা লকাপে রেখেছে। অপর মালিক বাবলু সেখকেও পুলিশ খুঁজছে। অনুসন্ধানে জানা যায় হোটেলের নামে বহরমপুর, জলঙ্গী, লালগোলা থেকে যুবতী মেয়েদের এনে এখানে বহুদিন থেকে মধুচক্র চলছিল।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের ( দাদাঠাকুর ) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই রচনা থেকে সংকলিত
সেরা বিদূষক ( ১ম ও ২য় খণ্ড )
দাম : প্রতি খণ্ড ৭০.০০, দুই খণ্ড একত্রে ১১০.০০ ( ডাক খরচ পৃথক )
প্রাপ্তিস্থান : দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন/রঘুনাথগঞ্জ/মুর্শিদাবাদ। ফোন : এস টি ডি ০৩৪৮৩/৬৬২২৮ (প্রেস)/৬৭২২৮ (বাড়ী)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই কার্তিক বুধবার, ১৪০৭ সাল।

## '.... ত্যজতি পণ্ডিতঃ' (?)

বর্তমান নিবন্ধ সুদূর কেরল রাজ্যের তিরুবনন্তপুরমে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট দলের প্লেনাম—বিশেষ সম্মেলনের অধিবেশন সম্বন্ধে বড় বড় সিপিএম নেতৃবৃন্দ সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন। গত শুক্রবার এই অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিজেপি ও শরিক দলকে সাম্প্রদায়িক আখ্যায় ভূষিত করিয়া জনগণের কল্যাণার্থে তাহার সমুচিত জবাব দিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। সিপিএম-এর সাধারণ সম্পাদকও একই সুরে কথা বলিয়াছেন। পরোক্ষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিপিএম বিরোধিতার তীব্র সমালোচনাও করা হইয়াছে।

বেশ কিছুদিন হইতে সিপিএম-এর ভিতরেই একটি বিক্ষুব্ধ অথবা বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া সংবাদে জানা যায়। কিছু প্রভাবশালী নেতারও ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। ফলে সিপিএম-এর যে দুর্বার স্রোত, তাহাতে যেন ভাটা পড়িয়া যাইতেছিল। এই বিষয়ে পলিটব্যুরোর ভাবৎ ব্যক্তিত্ব কিছুটা ভাবিত হইয়া পড়েন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাশালী লড়াকু সিপিএম নেতা সুভাষ চক্রবর্তীকে নানাভাবে তুষ্ট করিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হইয়াছে। তিরুবনন্তপুরমের বিশেষ সম্মেলনে তাঁহাকে মূল স্রোতে ফিরাইয়া আনিবার ইঙ্গিত গত শুক্রবারের পূর্বেই বিভিন্ন নেতার কথার মধ্যে মিলিয়াছে। সুভাষ চক্রবর্তীকে পলিটব্যুরোর সদস্য করা হইতে পারে, এমন আভাসও মিলিয়াছে। অবশ্য রাজনীতিতে কিছুই শেষ কথা নয়। যখন যাহা হইতেছে, তাহাই ধরিয়া লইতে হইবে।

কাজেই সুভাষ চক্রবর্তী এবং তাঁহার অনুরাগীরা কতটুকু প্রশমিত হইবেন, সিপিএম-এর প্লেনাম কতটা কার্যকরী ভূমিকা লইবে, তাহা অচিরাৎ জানা যাইবে। তবে কোন সিপিএম নেতা, তিনি যতই প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান হউন না কেন, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের আশু-মুহূর্তে দল ভাঙ্গিয়া যাইবার কোন ঝুঁকি লইবেন না। খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেল তিরুবনন্তপুরমে প্লেনামে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। ইঁহার মুখ্য কলাকার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। অবশ্য তাঁহার সহিত সিপিএম-এর সাধারণ সম্পাদক হরকিষেণ সিং সুরজিতের প্লেনামের সম্ভাব্য গতিপ্রকৃতির বিষয়ে পূর্বালোচনা নিশ্চয়ই হইয়াছিল।

এখন বিক্ষুব্ধকে প্রশমিত কতটুকু করা গেল এবং কীভাবে অসন্তোষ দূর করা হইল, তাহা কিছুদিনের মধ্যেই জানা যাইবে। তবে ধৈর্য, বুদ্ধি, বিবেচনা, সহিষ্ণুতা ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা লইয়া কাজ করিবার পারদর্শিতা অন্যান্য দল অপেক্ষা সিপিএম দলের যে বেশী আছে, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। তিরুবনন্তপুরমের বিশেষ সম্মেলনের অধিবেশনে কোন্ পক্ষকে কতটা ছাড়িতে হইতেছে, তাহা শীঘ্রই জানা যাইবে।

## তেল মারার সেকাল ও একাল

কিশোরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটবেলা থেকেই বড়দের মুখে একটা কথা প্রায়শই শুনতে পেতাম OIL YOUR OWN MACHINE অর্থাৎ কিনা খাঁটি বাংলায় 'নিজের চরকায় তেল দাও।' সেদিন কচিকাঁচা মগজে কথাটার মানে সঠিক না বুঝলেও কৈশোরের চৌকাঠ পেরিয়ে প্রাপ্ত বয়স্কদের অঙ্গনে উত্তীর্ণ হবার সাথে সাথে হাড়ে হাড়ে কথাটার মর্মার্থ উপলব্ধি করেছি। তার চেয়েও বেশী করে যে সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি তাহল এযুগে নিজের চরকায় চেয়েও বেশী প্রয়োজন অন্যের চরকায় তেল দেওয়া। বর্তমান দুনিয়ায় যে কোন মুস্কিল আসানের সহজ চাবিকাঠি হল তেল মারা। জীবনের ছোট বড় প্রতিটি পদক্ষেপে তেল মারাটা যে কত জরুরী হয়ে পড়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তেল মারাটা কিন্তু শুধু আজকের নয়, সুদূর বেদ-বেদান্তের আমল থেকেই এই ট্র্যাডিশন চলে আসছে নিরবচ্ছিন্ন ধারায়। ছোটবেলায় পড়া বেদ-পুরাণের গল্পে দেখতে পাই, রাক্ষসরা মুনিঋষিরা বছরের পর বছর ধরে হিমালয়ের উপর বসে তেল মারতে মারতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরদের কাছ থেকে বেশ উত্তম QUALITY-র বর আদায় করে নিতেন। ভাগ্য ভালো থাকলে কখনও সখনও SPECIAL DISCOUNT OFFER হিসেবে জুটে যেত অমরত্ব। আর মধ্যযুগে রাজারা-সম্রাটরা নিজেদের তেল মারার জন্য এক ধরনের বিশেষ পারিষদ সভায় রাখতেন যারা 'খয়ের খাঁ' নামে পরিচিত ছিলেন। আর, অন্যান্য বিষয়ে যতই পশ্চাদবর্তী হইনা কেন তেল মারার ব্যাপারে আমরা বিশ্বের দরবারে খুব একটা পিছিয়ে নেই। সুদীর্ঘ দুশো বছর ধরে ইংরেজদের বিলিতি বুটে মুখ ঘষে ঘষে আমরাও আমাদের নাম তেল মারার ব্যাপারে ইতিহাসের পাতায় অমর করে রাখবার ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছি।

তেল মারার ব্যাপারে এখনকার দিনেও চিত্রটা যে খুব একটা বদলে গেছে তা নয়। অফিসের বস থেকে শুরু করে আপনার গার্লফ্রেণ্ড যে কেউ চটে গেলেই একটাই সহজ সলিউশন প্রথমে ডায়ালিং তারপর অয়েলিং।

শিক্ষাক্ষেত্রেও তেল মারার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। 'ইনটারন্যাল এ্যাসেসমেণ্ট' এ ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বর যে ছাত্র কর্তৃক স্যারকে প্রযুক্ত তেলের সঙ্গে সমানুপাতী অ্যালজেব্রার ভেদ এর এই সত্য যে বর্ত্তমানে অভেদ্য হয়ে উঠছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই তেল মানসিক, আর্থিক দু' উপায়েই দেওয়া যেতে পারে। এখনকার স্যারেরা নোট দেওয়া নোট নেওয়া অর্থাৎ নোট বিনিময় প্রথার বিশ্বাসী। পরীক্ষার নোট-এর বিনিময়ে ছাত্রের অভিভাবককে গুণতে হবে কড়কড়ে টাকার নোট। কখনও-সখনও নেতাজীর সেই অমোঘ বাণী তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব-এর ঢঙে বলতে শুনবেন 'তোমরা আমাকে নোটের বাণ্ডিল দাও, আমি তোমাদের কোশ্চেন পেপার এনে দেব।' এতো গেল আর্থিক তেল, এবার মানসিক তৈল মর্দনের পালা। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যেখানেই স্যার এর সঙ্গে যখনই দেখা হোক না কেন স্যারের চরণযুগল লক্ষ্য করে ডাইভ মারুন, প্রয়োজন হলে স্যারের 'অর্দ্ধাঙ্গিনী'-র জন্য এনে দিন সিনেমার টিকিট; দেখবেন আপনার কেরিয়ার গ্রাফ $y=mx+c$ এর মতো সোজা লাইনে হুহু করে রাজধানী এক্সপ্রেসের মতন ছুটছে।

জমানা চেঞ্জ হবার সাথে সাথে তেল মারার নামও যুগ পরিবর্ত্তনের বিবর্ত্তনের হাওয়ায় গেছে পাল্টে। নিন্দুকেরা যদিও এখন এটাকে 'ঘুষমারা' বলেন তবুও আমার আপনার মতো ভদ্রলোকের ঐ সমস্ত অপশব্দ উচ্চারণ করা শোভা পায় না। বলুন খাঁটি সংস্কৃত ভাষায় উৎকোচ খাওয়ার ব্যাপারে অগ্রগণ্য হলেন নীতিবোধের রক্ষক রাজনীতিবিদরা আর পুলিশেরা। কিন্তু, নীতিবোধের রক্ষক রাজনীতিকদের ও পুলিশদের নীতির প্রতি প্রীতি দেখলে মনে ভীতির উদ্রেক হয়। আর, এই জগতে বেঁচে থাকতে হলে আপনাকে তেল জুগিয়ে চলতে হবে পাড়ার মাস্তান 'দাদা'দের। দিতে হবে মোটা অর্থের আর্থিক তোলা। প্রতিবাদ করতে গেলেই শুনতে পাবেন আপনার পিতা পিতামহের (৩য় পৃষ্ঠায়)

## রেডক্রশের নামে বহু অবৈধ কাজ চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভারতীয় রেডক্রশের জঙ্গিপুর ব্যানারে বহু ভুঁইফোড় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিভিন্ন কার্যকলাপ— যথা ট্রেনিং প্রোগ্রাম, প্রতিযোগিতা বা চিকিৎসা ক্যাম্প চালিয়ে যাচ্ছেন যা মহকুমা শাসক জানেন না। মহকুমা রেডক্রশের চেয়ারম্যান মহকুমা শাসক অমরনাথ মল্লিক এর সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এর একটা আইনানুগ ব্যবস্থা নেব। কেউ কেউ ভারতীয় রেডক্রশের নামে শংসা পত্র প্রদান এমনকি চাঁদাও তুলছেন। জেলা থেকে রেডক্রশের চাঁদার রসিদ এলেও স্থানীয়ভাবে কিভাবে চাঁদা সংগ্রহ হচ্ছে এ ব্যাপারে খোঁজ নেবেন মহকুমা শাসক। তবে তিনি নতুন, আসার পরেই বন্যা মোকাবিলার পর রেডক্রশ তহবিলের বার্ষিক অডিট ঠিকমতো হয় কিনা সে ব্যাপারেও খোঁজ নেবেন বলে জানান।

## পচা লাশ সরাতে বীরভূমের ২০০ ডোম মুর্শিদাবাদে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুর্শিদাবাদের মাঠে ঘাটে পচা গলা লাশ সরাতে প্রশাসন বীরভূম থেকে ২০০ ডোমকে ভাড়া করে নিয়ে এলো। এমনিতেই মুর্শিদাবাদে ডোমের অভাব আছে। তার উপর সমগ্র জেলায় মানুষ বন্যাক্লিষ্ট হওয়ায় জেলায় ডোম পাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীকুমার চ্যাটার্জী জানান, মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে মাঠ ঘাট গাছে বাঁধে মানুষের পচা গলা দেহ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। সর্বত্র চিল, শকুন উড়ছে। এ ছাড়া হাজারে হাজারে গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, শুয়োর, হাঁস, মুরগীর পচা দেহ পরিবেশ বিষময় করে তুলছে। তাই ঐসব নোংরা সরাতে মুর্শিদাবাদে বন্যায় উদ্ধারকারী দলের পর এবার এলো ভিন জেলা থেকে ডোম। এ ছাড়া বন্যার পর যেসব গবাদি পশু জীবিত আছে তারা বেশীর ভাগ বিভিন্ন রোগে মারা যাচ্ছে। এ সমস্যা নিয়েও জেলা প্রশাসন চিন্তিত বলে জানা যায়।

## সরকারী ঔদাসীন্যে জঙ্গিপুরে আর্সেনিকে মৃত্যু বাড়ছে

বিশেষ সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ ঃ 'রাজ্য সরকারের অবহেলা ও ঔদাসীন্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদের অচিকিৎসায় মৃত্যু ঘটছে। সারা জেলায় আর্সেনিক দূষিত বিষ জল পান করে ১৯ লক্ষ মানুষ এই মারণ রোগে আক্রান্ত। শুধুমাত্র জঙ্গিপুর মহকুমার ব্লকগুলিতে এই জলবাহিত দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন লক্ষাধিক মানুষ। মৃত্যু ঘটেছে ২০০ জনের। রোগাক্রান্তদের কারও কারও দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে বাদ দিতে হয়েছে, কেউবা দুরারোগ্য ক্যানসারে মরণ পথযাত্রী। আর্সেনিক দূষণ মুর্শিদাবাদ জেলায় এক বিলাল মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। এই আর্সিনিকোশিষ-এর সুদূর প্রভাবে সামাজিক জীবনও আক্রান্ত। বহু পরিবার ভাঙছে। এর প্রতিকারে সরকারি উদ্যোগে জল পরীক্ষা, আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল সরবরাহ, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থাদি, ব্যাপক প্রচার ও প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত পরামর্শদান প্রয়োজনের তুলনায় নেই বললেই চলে।' রঘুনাথগঞ্জ বন্ধু সমিতি ক্লাবে গত ১৫ সেপ্টেম্বর আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ আলোচনা সভায় এ কথা বলেন আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য ডাঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী। এই সভায় আর্সেনিক দূষণের ভয়াবহতা, চিকিৎসা, প্রতিষেধক প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা ডাঃ প্রশান্তকৃষ্ণ দাস, অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত, সাংবাদিক আবদুল্লাহ মোল্লা, সাংবাদিক সিরাজুল ইসলাম, অমিত পান্ডে, পুলক দাস, বিজয় মুখার্জী প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন বেলডাঙ্গা হাই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সমরেন্দ্রকুমার চৌধুরী। আলোচনা সভা থেকে সামশুল আলমকে সম্পাদক ও সমরেন্দ্রকুমার চৌধুরীকে সভাপতি নির্বাচিত করে জঙ্গিপুর মহকুমা আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়।

### *তেল মারার সেকাল ও একাল* (২য় পৃষ্ঠার পর)

উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত উৎকৃষ্টমানের 'খিস্তি-গালাগালির' শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন। বেশী কথা বললেই তারা রক্তচক্ষু দেখিয়ে হুমকি দেবেন আপনার 'থোবড়া' পাল্টে দেবার।

দুর্নীতির সঙ্গে তেলের সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ তার বড় প্রমাণ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের পেন্সনের ফাইল মঞ্জুর করতে তারই কাছে ঘুষ চান তার প্রাক্তন ছাত্র। অফিসিয়াল টেন্ডার পাশ করার ব্যাপারে ঘুষ নেওয়াটা তো আজকাল সাংবিধানিক আইনসম্মত হয়ে গেছে। সবকিছু আজকাল নিয়ন্ত্রিত হয় বামহস্তের ব্যাপার ঘুষ দিয়ে। আজকাল বড় কর্তাদের অফিসের কাজকর্ম তদারকির ব্যাপারে ডানহাত খুব কমই চলে, বরং বাম হাতের 'টেবিলের তলায় চলা' কাজ কারবারেই তারা বেশী আগ্রহী। আবার, কিছু বড়কর্তা আছেন মহাভারতে অর্জুনের মতন সব্যসাচী যাদের দু' হাতই সমান চলে।

এবার চোখ ফেরানো যাক চিকিৎসা ব্যবস্থার দিকে। MEDICAL REPRESENTATIVE এর মারা SPECIAL তেল দিয়ে তেল চুকচুকে হয়ে ওঠা কিছু দুর্নীতিপরায়ণ চিকিৎসক হয়ে উঠেছেন মানবনিধন যজ্ঞের সার্থক পুরোহিত। আপনি মেডিক্যাল 'চেক-আপ' করাতে গেলে তারা যতই মুখে মিষ্টি মিষ্টি করে বলুন 'তেল জাতীয় খাবার সবসময় কম খাবেন। কোলেস্টেরল লেভেল বেড়ে যাবে..... অমুক লেভেল কমে যাবে.....।' নিজেরা ঘুষ নামক তেল খাবার ব্যাপারে সংযম কোনদিনই অবলম্বন করবেন না। রোগী মারা গেলে আবার তারই মুখে শুনবেন গীতা, উপনিষদের বাণী

'জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা রবে ?'

আর এই ভয়ানক তৈল দূষণের সবচেয়ে সহজ শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তার পরিচয় আমরা পেয়েছি গার্ডিনারের 'Oiling craft' কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের 'উৎকোচ তত্ত্বের।' তার পরিচয় পেয়েছি হলিউডের 'Yes Minister', 'You are the best, Sir' এ কিংবা বলিউডের হালফিলের হিন্দি সিনেমা 'Yes Boss' এ। তেল মারার ব্যাপারে Genetically সিদ্ধহস্ত রাজনীতিকরা পাঁচ বছর অন্তর একবার ভোটের আগে জনগণকে বিভিন্ন কাল্পনিক প্রতিশ্রুতি দেখিয়ে তেল মেরে তাদের কাছ থেকে ভোটটা আদায় করে নিচ্ছেন। আবার, বিভিন্ন Multi National Company টিভির পর্দায় 'Nihar' 'Parashute' 'Hair and Care' কিংবা 'Castrol TTX' বা 'Dhara' নামক ডজন ডজন তেলের বিজ্ঞাপন দেখিয়ে দর্শকদের মাথায় তেল ঢেলে Brain wash করে। তাদের 'Product' এর গুণগত মানের বিষয়ে তেল মেরে তাদের সাফল্যের স্কাই স্ক্র্যাপারকে আরও উঁচু করে নেবেন। আবার নির্মল মানসিক বিনোদনের জন্য খেলা দেখতে গিয়েও বঞ্চিত হবেন সাধারণ মানুষ। ক্রিকেট থেকে শুরু করে বেসবল পর্যন্ত সর্বত্র ঢুকে পড়েছে বেটিং-বুকি-ঘুষ তেল-এর এই মারণ ভাইরাস। চারদিকে যে হারে তৈল দূষণের জয় জয়কার তা সত্যিই কি সততা, মূল্যবোধের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সন্দিহান করে তোলে না? এই হাইটেক আবেগহীন বেগ সর্বস্ব যুগে জীবনের সাফল্যের মূলমন্ত্র কী 'আসুন তেল মাখাই, কিছু করে দেখায়।'—কমেডির মোড়কে মোড়া এই ট্র্যাজিক প্রশ্নের সমাধান একমাত্র ভবিষ্যৎ সময়ই দিতে পারে, আর কেউ নয়।

## ৫২ জন বাংলাদেশীকে ধরে কোর্টে পাঠাল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৫ অক্টোবর রাতে বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ উমরপুর মোড় থেকে ৫২ জন বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর আদালতে পাঠাল। সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থেকে হিলি বর্ডার পেরিয়ে এক বাংলাদেশী হিন্দু তীর্থযাত্রীর দল কাশী মথুরার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। হঠাৎ রঘুনাথগঞ্জে বাস পরিবর্তন করে স্থানীয় একটি বাস ভাড়া করতে গেলে এই বিপত্তি ঘটে। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ঐ বাংলাদেশীদের আটক করে কোর্টে চালান দেয়।

## ত্রাণ নিয়ে নগ্ন দলবাজির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম বোর্ডের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা সাত সদস্য সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দফরপুর অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সরকারী ত্রাণ বিলি না হওয়ায় এক লিখিত অভিযোগ আনেন বিডিওর কাছে। তাঁদের বক্তব্য—প্রাক্তন প্রধান আবদুল খালেকের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট দেওয়ায় এবং সরকারী ত্রাণ বিলির দায়িত্ব খালেককে দেওয়ায়, তিনি প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে আমাদের গ্রাম সভায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ থেকে বঞ্চিত করছেন।

***স্কুলের দৈন্যদশা আর কত দিন ?*** (১ম পৃষ্ঠার পর)

সেটি বাগান স্কুল নামে পরিচিত। বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা ৩২৫। সেখানে শিক্ষক মাত্র ২ জন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তামিজুদ্দিন সেখ আমাদের প্রতিনিধিকে জানান— চারজন শিক্ষকের মধ্যে দু'জন অন্যত্র প্রধান শিক্ষক হয়ে চলে গেছেন। তাই দু' জনের পক্ষে স্কুল চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ছেলেদের পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে। এদিকে স্কুলের কোন নিজস্ব জায়গা না থাকায় পুরসভাও গৃহ নির্মাণে উদ্যোগ নিতে পারছে না। এ ব্যাপারে ছাত্র অভিভাবকদের মধ্যেও কোন উৎসাহ বা সহযোগিতা দেখা যাচ্ছে না।

***বাঁধ তৈরীতে প্রশাসনিক তৎপরতা*** ১ম পৃষ্ঠার পর )

সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিয়ে আলোচনায় না বসলে এর সমাধান হবে না বলে মহকুমা শাসক হতাশা প্রকাশ করেন। তবে এ সমস্যার কথা জেলা প্রশাসনের নজরে আনবেন বলে আশ্বাস দেন তিনি পত্রিকা প্রতিনিধিকে। অন্যদিকে খবর, খড়খড়ির জল মোগলমারী সাঁকো দিয়ে গনকর, পশই, নতুনগঞ্জ, হরিরামপুর, গাদী হয়ে পুনরায় ভাগীরথীতে মেশে। সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়ায় জাতীয় জল বিভাজিকা প্রকল্পের অফিস রয়েছে। শোনা গিয়েছিল গাদী থেকে উৎপত্তি উপলাই বিল যা মহানালা ও বিনোদনালা দিয়ে ভাগীরথী নদীতে মিশেছে, জেলা পরিষদের টাকায় তা সংস্কার হবে, নদীর গভীরতা বাড়ানো হবে, বিলের উভয় পার্শ্বে মাটি ফেলে গাছ লাগান হবে। কিন্তু স্থানীয় মানুষের অভিযোগ গ্রাম পঞ্চায়েত ও বিডিও-র গাফিলতিতে তা হয়নি। এছাড়া মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিরামপুরের নীচে সাগরদীঘির বিডিও ৯৭-৯৮ সালে উপলাই বিল সংস্কারে মাটি কাটার কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু সে কাজও শেষ হয়নি। বর্তমানে ধান চাষ ও ইট ভাটার কাজে ব্যবহার হচ্ছে বিলটি।

### আফিডেবিট

আমি সৌভাগ্য দাস ওরফে সৌভাগ্যলাল দাস, পিতা মৃত শ্রীপতিলাল দাস, গ্রাম ও পোঃ অজগরপাড়া, থানা সুতী, জেলা মুর্শিদাবাদ। একই ব্যক্তি প্রমাণে গত ২৪ অক্টোবর, ২০০০ জঙ্গিপুর নোটারী আদালতে আফিডেবিট করিলাম।

### হারিয়ে গিয়েছে

গত বন্যায় আমার বাড়ী থেকে জঙ্গিপুর গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের একটি এ্যাকাউন্ট বই ( R. I. P. 5064 ) হারিয়ে গেছে। কেউ পেয়ে থাকলে নীচের ঠিকানায় পেঁাছে দিলে বাধিত হ'ব।

চামেলী বিবি
স্বামী শরিফুল সেখ ( কাঠবিল্লী )
রহমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর ( মুর্শিদাবাদ )

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

**বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স**
( বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর )
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

**রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১**
**রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ**
( হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার )
রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭



ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ২০%
৩১-১০ ২০০০ পর্যন্ত

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

| দোলগোবিন্দ আলিপাত্র | ধনঞ্জয় কাদিয়া | নবকুমার ভক্ত |
|---|---|---|
| সভাপতি | ম্যানেজার | সম্পাদক |

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।